দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীর নিকট খোলাচিঠি

ফজলুল হক

মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়েষু,

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করবেন। কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি' সংক্রান্ত সেমিনারে আপনারা যে সমস্ত মূল্যবান মন্তব্য রেখেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এর পেছনে আসলে দায়ী কে এবং এর মূল কারণ কোথায় নিহিত তা কি ভেবে দেখেছেন কখনো?

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি বলেছেন, 'পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এখন সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে অসুস্থ করে তুলেছে। আমাদের শিক্ষার মান এখন এমন পর্যায়ে যে পৃথিবীতে প্রতিযোগিতার উপযোগী নয়।'– (সংবাদ, ১৫ই নভেম্বর '৯৮)। আপনি আরও বলেছেন, 'আমাদের আজকাল এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দুর্নীতি ও নকলকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমত লেখাপড়া করালে এই অবস্থা হতো না। রাজনৈতিক নেতারাও এর জন্য কম দায়ী নন তারা নিজ এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। রাজনৈতিক প্রভাবে কেন্দ্র করার নামই হচ্ছে নকল তৈরির কারখানা তৈরি করা।– শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গুটিকয়েক মন্ত্রী ছাড়া সবাই পরীক্ষা কেন্দ্র করার তদবির নিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক কারণে এগুলো ফিরিয়ে দেয়াযায়নি।।'(ঐ)।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি এখন আমাদের ত্রাণকর্তা, সেহেতু বেশি কিছু বলার সাহস পাচ্ছি না, কিন্তু যেহেতু আপনি সেমিনারে বেশ খোলামেলা কথা বলেছেন, তাই সভয়ে কিছু বলার সাহস পাচ্ছি। আপনি বলেছেন, 'শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমত লেখাপড়া করালে এই অবস্থা হতো না।' আপনার এই ঢালাও মন্তব্য সর্বাংশে সত্য না হওয়া সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে আপনার নিকট আমার প্রশ্ন : কেন শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো লেখাপড়া করান না এটা কি তলিয়ে দেখেছেন কখনো?

শিক্ষক সমাজের একজন সদস্য হিসেবে আমার ধারণা, এর পেছনে নানাবিধ কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ সত্যিকার অর্থে শিক্ষক হতে হলে যে যোগ্যতার অধিকারী হওয়া দরকার তা বর্তমান শিক্ষক সমাজের অনেকেরই নেই (আমি নিজেও এর অন্তর্ভুক্ত)। এর জন্য দায়ী কে? যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় আসতে অনাগ্রহী কেন? প্রতি বছর বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রীরা এ পেশার প্রতি বিমুখ থাকে কেন? কারণ একটাই, তাহলো আজও পর্যন্ত কোন সরকার শিক্ষকতা পেশাকে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেননি। শিক্ষকদের হাত দিয়েই তৈরি হন দেশের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, আমলা, ডাক্তার, প্রকৌশলী সবাই, কিন্তু সেই শিক্ষকতা পেশাকেই একটি অবহেলিত পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কেউ যদি যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের এবং শ্রেণীকক্ষে প্রকৃত পাঠদানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহলে তা কি কাঁঠালের আমসত্ত্বের ব্যাপার হবে না? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী– মনে রাখবেন, 'উপরে ফেলিলে থুতু পড়ে নিজের গায়।' সুতরাং এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করে আপনি নিজেকে দূরে সরিয়েরাখতে পারবেন না।

শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমত না পড়ানোর দ্বিতীয় কারণ তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। আমাদের শিক্ষক সমাজের (বিশেষ করে বেসরকারি এবং এরাই সিংহভাগ) অনেকেরই অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো। একজন শিক্ষকের যদি অর্থনৈতিক স্থিতি না থাকে, তাকে যদি সবসময়ে পেটের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে হয়, তাহলে কি তার পক্ষে পাঠদানের মতো পবিত্র দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি জানেন কি, এদেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোর অধিকাংশেই প্রতিষ্ঠানাংশের বেতন বছরের পর বছর হয় না? এরপরে যদি সরকারি অংশের বেতনও নিয়মিতভাবে এক মাসেরটা তৃতীয় মাসে গিয়ে হয় তাহলে এই অর্থনৈতিক ডামাডোলের বাজারে একজন শিক্ষকের চলে কি করে? এরপরেও কি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো না পড়ানোর দায়-দায়িত্ব একতরফাভাবে শিক্ষকদের ঘাড়েই চাপাবেন?

'শ্রেণীকক্ষে টিকমত না পড়ানোর তৃতীয় কারণ হিসেবে পাঠগ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহকে চিহ্নিত করা যায়। পাঠগ্রহণ এবং তা আত্মস্থকরণ এখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আদৌ কোন জরুরি বিষয় নয়। এমনকি, শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকা- ...

... যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়।

নকল প্রবণতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক সমাজ আদৌ দায়ী নয়। এজন্য দায়ী এদেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতারা। স্মরণাতীতকাল থেকেই যদিও নকল নামক ব্যাধির অস্তিত্ব লক্ষণীয়, তবু একথা স্বীকার্য সত্য যে, নকল প্রবণতা সৃষ্টির মূল পর্বটি আইয়ুব খানের আমলেই সাধিত হয়েছে। মোনায়েম খানের আশীর্বাদপুষ্ট এনএসএফ (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন)ই ছিল এর মুল উদগাতা। ক্রমে এর বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে অন্যসব ছাত্র-সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও। উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময়েই গণ টোকাটুকিও প্রতিষ্ঠা পায়। তখন কোন দলের কোন নেতাই এই ক্ষতিকর ব্যাধিকে প্রতিহত করতে প্রয়াস পাননি। বরং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ইন্ধন যুগিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে (খুব সম্ভবত) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশে খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে টেলিগ্রামটি ইস্যু করা হয় সেটি আজ দেখতে পারলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি বুঝতে পারতেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ কালব্যাধিকে কিভাবে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করা হয়েছে। তার পরের ইতিহাস তো আমাদের সকলের জানা।

'পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এখন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে অসুস্থ করে তুলেছে'– মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনার এই মন্তব্যের জন্য, আপনাকে ধন্যবাদ। বস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ যে অরাজকতা বিরাজমান তার মূল কারণই হচ্ছে এই নকলপ্রবণতা। আপনার 'ডায়াগনোসিস' ঠিক হয়েছে, কিন্তু এ প্রবণতা রোধ করার জন্য আপনি যে পাঠ পরিকল্পনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার তৈরির 'প্রেসক্রিপশন' দিয়েছেন তা বোধ করি সঠিক নয়। দীর্ঘ বত্রিশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় এ ধরনের অনেক পরিকল্পনা অনেক পদক্ষেপই গৃহীত হতে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। আমার ধারণা, আপনার গৃহীত এ পদক্ষেপেও তেমন কোন ফল লাভ হবে না। মূল ত্রুটিগুলো সংশোধন না করে যতই আগড়ম বাগড়ম ব্যবস্থা নেয়া হোক না কেন কিছুতেই কিছু হবে না। এ ঐতিহ্য সমানেই চলতে থাকবে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, যদি সত্যি সত্যি আপনি নকলপ্রবণতা রোধ করতে চান তাহলে এর শুরুটা যেখান থেকে সেখানেই প্রথম হাত দিতে হবে। আগেই বলেছি, নকল প্রবণতার জন্য দায়ী এদেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতারা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি নিজেও স্বীকার করেছেন, 'রাজনৈতিক নেতারাও এর জন্য কম দায়ী নন, তারা নিজ ... কি? শিক্ষকদের যে আরও কত কারণের মুখোমুখি হতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। রাজনৈতিক কারণ তো রয়েছেই, তাছাড়াও অমুকের অমুক তমুকের তমুক এমনকি আমলাদের কারো কারো ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলোকে নকলের অবাধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় কি এগুলো রোধ করা যাবে?

নকল প্রবণতা দূর করতে বা রোধ করতে হলে রাজনৈতিক কারণগুলোই আগে দূর করতে হবে। তারপর অন্যান্য কারণের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। অন্যান্য কারণের মধ্যে গণটোকাটুকিতে শিক্ষকদের সহায়ক ভূমিকা পালন অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমার ধারণা। আগেই বলেছি, বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা বছরের পর বছর প্রতিষ্ঠান-অংশের বেতন পান না। ফলে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে নকলের অবাধ সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া যারা প্রাইভেট পড়ান এমন শিক্ষকরাও কেউ কেউ নকলে সহায়তা করে থাকেন। আর এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যারা ছাত্রজীবনে উক্ত পন্থা অবলম্বন করেই পাস করে এসেছেন এবং এখন শিক্ষকতা করছেন। এসব কারণ দূর করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রথমত, ছাত্রবেতনের উপর শিক্ষকদের নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে; দ্বিতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের নিমেত্তে শিক্ষকদের বেতন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে; তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং সেসব পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও পাস করা বাধ্যতামূলক করতে হবে (সব পরীক্ষায় না হলেও অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ৫০% পরীক্ষায় পাস করতেই হবে)। এসব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে এবং নকল প্রবণতা রোধ হবে।

এবারে মাননীয় আইনমন্ত্রীর উদ্দেশে কিছু কথা। মাননীয় আইনমন্ত্রী, আপনি বলেছেন, 'শিক্ষকরা সারা বছর ক্লাসে পড়ান না।' অনেক স্কুল-কলেজে ভাল শিক্ষকের অভাব, নকল করে পাস করা ছাড়া উপায় কি? মাননীয় আইনমন্ত্রী, আপনি আইনের লোক হয়ে যে ঢালাও মন্তব্য ছুঁড়ে মারলেন তা কি নিরপেক্ষ আইনের বিচারে সঠিক? দেশে আইনের শাসন পদে পদে বিঘ্নিত, তাই বলে কি আমি ঢালাওভাবে মন্তব্য করতে পারবো এজন্য আইনমন্ত্রী দায়ী? পারিপার্শ্বিকতা বিচার না করেই কোন বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য করা সমীচীন নয় বলেই আমাদের ...